**বিসিএস প্রশাসন একাডেমী ১০৭তম, ১০৮তম ও ১০৯তম**

**আইন ও প্রশাসন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থী নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

১০৭তম, ১০৮তম ও ১০৯তম আইন এবং প্রশাসন কোসের্র সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাফল্যের সঙ্গে এই কোর্স সম্পন্ন করায় প্রশিক্ষণার্থীদের জানাচ্ছি অভিনন্দন।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি- জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের সঙ্গে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। উচ্চপদে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত আয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন। জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করেছেন। জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সাড়ে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন না হলে আজ হয়তো আমরা অনেকেই এই অবস্থানে আসতে পারতাম না।

তিনি স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে দেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করেছিলেন। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়ন শুরু করে। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন শুরু করি। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে আমরা উন্নয়নের স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘‌‌‌‌‌‌‌রোল মডেল’ । বিগত ১০ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২১.৮ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১১.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলার। শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। দেশের ৯১ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে এবং আশা করছি, স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা শতভাগে উন্নীত হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছর হয়েছে।

সারাদেশে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজ আমরা নিজস্ব অর্থায়নে করছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। জনগণকে দেওয়া ওয়াদা অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ একটানা ১০ বছর সরকারে থাকার কারণে তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে।

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছানোর জন্য আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রায় ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ চালু করেছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। আমরা National E-Service System চালু করেছি। বর্তমানে বেশির ভাগ সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। স্কুলগুলোতে সাফল্যের সঙ্গে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন বাস্তবতা।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আমাদের সরকার জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট। আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আপনাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করেছি। ভবিষ্যতে এ ধরণের সুযোগ আরও বাড়বে। বিসিএস প্রশাসন একাডেমির অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একাধিক প্রকল্প চলমান আছে।

আমরা জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫- এ ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। কর্মকর্তাগণের উদ্যোমী কর্মকান্ডের স্বীকৃতি প্রদানে আমরা একাধিক পুরস্কারের আয়োজন করেছি। জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে ‘জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রণয়ন করেছি ইনোভেশন ফান্ড।

সরকারি কর্মচারীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাড়ী ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের অন্যতম বড় প্রণোদনা হ’ল পদোন্নতি। ২০০৯ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সচিব পদে ১৮০ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ১১৫০ জন, যুগ্ম-সচিব পদে ২০২৫ জন এবং উপসচিব পদে ২৬৮৬ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এত অধিক সংখ্যক পদে পদোন্নতি অন্য কোন সরকারের সময় দেওয়া হয়নি।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আপনারা সদ্য শিক্ষাজীবন শেষ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। আমার বিশ্বাস ৫ মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে। এখানে এসে ছাত্রজীবন শেষে আপনারা আবার পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। আমি আশা করি, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান চর্চার অভ্যাস অব্যাহত রাখবেন। কেবল জানার জন্য নয়, আত্মশুদ্ধির জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। এ অভ্যাস যেমন আপনার কাজের মান বাড়াবে, ঠিক তেমনি আপনার মানসিক শক্তিও বাড়িয়ে দেবে বহুগুণে।

নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারিগর হচ্ছেন আপনারা। ঐতিহ্যবাহী এ ক্যাডারের সদস্য হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব অনেক। আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কাজের পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কাজে সমন্বয়কের দায়িত্বও পালন করতে হবে। এ প্রশিক্ষণে আপনারা যে দক্ষতা অর্জন করলেন, তা আপনাদের কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। দক্ষতা অর্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই প্রতিনিয়ত শেখার আগ্রহ ও অন্যান্য দপ্তরের সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক পেশাদার সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে আপনাদের মানবিকও হতে হবে।

আপনারা যারা মাঠ প্রশাসনে কাজ করবেন তাদের স্থানীয় জনগণের সমস্যা আন্তরিকভাবে সমাধানের আগ্রহ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, নথিপত্র স্বাক্ষর করাই কর্মকর্তাদের একমাত্র কাজ নয়। গতানুগতিক দাপ্তরিক কাজের বাইরে স্থানীয় মানুষের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণ সাধনে উদ্ভাবনমূলক কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে হবে। তাহলেই আপনারা সত্যিকারভাবে জনপ্রশাসনকে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারবেন।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি গণভবনে সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আমি চাই যে, আপনারা এই মায়ের, বাংলা মায়ের সন্তান হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সেবা করবেন। আপনারা সেবক, আপনারা শাসক নন। আমি আপনাদের আবেদন করব, আমি আপনাদের নির্দেশ দেব, আমি আপনাদের অনুরোধ করব, এ দেশের প্রত্যেকটা মানুষ আপনার ভাই, আপনার মা, আপনার বোন, আপনার বাপ। প্রাণ ভরে তাদের সেবা করতে হবে, সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে।’’

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। দেশের এই অগ্রযাত্রা যেন ব্যাহত না হয়, এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সকলকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতা আজীবন একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...